বলেন যে,বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ করা শুধু জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন,থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের একার কাজ নয়। জনপ্রতিনিধি ও সকল দপ্তরের কাজ। তিনি বাল্যবিবাহ বন্ধের জন্য ভোলা জেলার সকল বিবাহ নিবন্ধকদের নিয়ে সভা করেছেন সেখানে সকল বিবাহ নিবন্ধকদের বলেন কোন নিবন্ধক যদি বাল্য বিবাহ রেজিষ্ট্রেশন ও বাল্য বিবাহ দেয়ার ব্যপারে কোন সহযোগিতা করলে তার নিবন্ধন বাতিল সহ তাহাকে আইনের আওতায় এনে শাস্তি প্রদান করা হবে। তিনি আরো বলেন আমরা সকলে একত্র হয়ে কাজ করলে বাল্য বিবাহ বন্ধ করা সম্ভব । তাই সকলকে এক হয়ে কাজ করার আহবান জানান।

সিদ্ধান্ত সমুহঃ

ক্র:ন:	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	আগামী ঈদ উপলক্ষে যেন কোন বাল্য বিবাহ সংগঠিত না হতে পারে সে ব্যাপারে তৎপর থাকা।	১.জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, থানা,মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর,ইউনিয়ন পরিষদ (সকল)।
০২	বিবাহ নিবন্ধক বাল্য বিবাহ রেজিষ্ট্রেশন ও বাল্য বিবাহ দেয়ার ব্যপারে কোন সহযোগিতা করলে,তার নিবন্ধন বাতিল সহ আইনের আওতায় এনে শাস্তি প্রদান।	২.জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, থানা, জেলা নিবন্ধক,মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে ঈদুল ফিতরের সুভেচ্ছা জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১৭/০৪/২০২২

মোঃ তৌফিক-ই-লাহী চৌধুরী
জেলা প্রশাসক
ও
সভাপতি
জেলা বাল্য বিবাহ নিরোধ কমিটি
ভোলা।

স্মারকনং-৩২.০১.০৯০০.০০০.২২.০১৩.১৯-

তারিখ:-১৭ /০৪/২০২২ খ্রিঃ।

সদয় অবগতির জন্য/অবগতি ওপ্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুলিপি প্রেরন করা হল(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। মহাপরিচালক
২। পুলিশ সুপার,ভোলা।
৩। চেয়ারম্যান,উপজেলা পরিষদ (সকল) ।
৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার,(সকল) ।

১৭/০৪/২২

মোঃ ইকবাল হোসেন
উপপরিচালক (অতিঃদাঃ)
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
ভোলা।